সংবাদ

তারিখ ... 19 JAN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ কলাম ... ৪ ...

স্কুলে বাড়তি বেতন না নেয়ার নির্দেশে স্বস্তি শিক্ষার্থী অভিভাবকদের

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

ষষ্টম বেতন কাঠামোর অজুহাতে স্কুলশিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বাড়তি বেতন, ভর্তি ফি ও অন্যান্য খাতে অর্থ আদায় বন্ধে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আদেশ জারির পর স্বস্তি বিরাজ করছে। অস্থিরতা কমতে শুরু করেছে বেসরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মাঝে। গতকাল অনেক প্রতিষ্ঠান ভর্তি কার্যক্রম স্থগিত করেছে। এতে সন্তানকে ভর্তি করাতে এসেও ফিরে গেছেন অনেক অভিভাবক।

শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ব্যাংকের মাধ্যমে ভর্তি বাবদ টাকা জমা নেয়া স্থগিত করেছে রাজধানীর উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ কর্তৃপক্ষ। এই প্রতিষ্ঠানে ইতোমধ্যে নেয়া অতিরিক্ত টাকা ফেরত দেয়ার দাবি জানিয়েছেন অভিভাবকরা। আদায় করা অতিরিক্ত অর্থ পরবর্তীতে সমন্বয় করা হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা।

পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কয়েকজন কর্মকর্তা গতকাল সাংবাদিকদের বলেন, 'মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ না মানলে কী ব্যবস্থা নেয়া হবে, তা সংশ্লিষ্ট কারও অজানা নয়। এটা নীতিমালায় বলা আছে। প্রধান শিক্ষক, অধ্যক্ষের এমপিও বন্ধ হতে পারে। গভর্নিং বডি ভেঙে দেয়া হতে পারে।' মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলেছেন, কোন প্রতিষ্ঠান কত টাকা ফি বাড়িয়েছে, তার তথ্য চাওয়া হয়েছে। এ সপ্তাহের মধ্যে এসব তথ্য সংগ্রহ করে মন্ত্রণালয়কে জানানো হবে।

উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ কর্তৃপক্ষের গতকাল দেয়া এক নোটিশে বলা হয়, সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরবর্তী নির্দেশনা না আসা পর্যন্ত নতুন এবং পুরাতন সকল শ্রেণীর ভর্তি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ব্যাংকের টাকা জমাদান স্থগিত থাকবে।

কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আবুল হোসেন নোটিশের বিষয়ে বলেন, 'আমরা ভর্তি ও বেতনের টাকা বাড়িয়েছি- সেটা গোপন নয়। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনের ওপর ভিত্তি করে আপাতত টাকা জমা নেয়া স্থগিত রাখা হয়েছে।' তিনি বলেন, 'মন্ত্রণালয় যদি বলে ইতিমধ্যে যাদের কাছ থেকে টাকা নেয়া হয়েছে, তা ফেরত দিতে হবে, তবে তা-ই করা হবে।' স্কুলে : ছবির : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৩

স্কুলে : বাড়তি বেতন

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

ঢাকা ও চট্টগ্রামের আরও কিছু প্রতিষ্ঠান গতকাল ভর্তির টাকা নেয়া বন্ধ করেছে। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা পাওয়ার পর আপাতত ভর্তি কার্যক্রম স্থগিত রাখা হয়েছে। আর নতুন নির্দেশনা জারির পর আদায় করা বাড়তি টাকা ফেরত দেয়া হবে বিভিন্ন স্কুলের পক্ষ্য থেকে জানানো হয়।

চট্টগ্রামে গতকালও স্কুলে বর্ধিত ফি প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন করেন অভিভাবকরা। দুপুরে বাংলাদেশ মহিলা সমিতি উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে এই প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করা হয়। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে শতাধিক অভিভাবক অংশ নেন। চট্টগ্রাম শহরের ৪৬টি স্কুলের প্রায় সবগুলোতেই বর্ধিত ফি আদায় করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তারা। এ সময় ভবন সংস্কার ও পাঠাগার উন্নয়নের নামে আদায় করা অতিরিক্ত ফি প্রত্যাহারের দাবিও জানান হয়।

অভিভাবকদের তীব্র আন্দোলন ও সমালোচনার মুখে রোববার বেসরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের মাসিক বর্ধিত বেতন ও ফি আদায় বন্ধের নির্দেশ দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। আদেশে বলা হয়, সরকারের নির্দেশনা ছাড়াই বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বর্ধিত হারে মাসিক বেতন ও অন্যান্য ফি আদায় করা হচ্ছে। এর ফলে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড (মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি) প্রবিধানমালা অনুযায়ী সরকারের নির্দেশনা সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদকে বেতন ও ফি'র হার নির্ধারণ করতে হবে বলে আদেশে জানানো হয়। এ প্রেক্ষাপটে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বর্ধিত বেতন ও অন্যান্য ফি আদায় বন্ধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সব প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ দেয়া হলো।